পরাণ মাঝি, গজেন মালি আজ কোথায় ?

অমিত কাশ্যপ

কিছু কিছু বিষয় আছে, যার ভূমিকার প্রয়োজন হল, আবার কিছু কিছু বিষয় আছে, সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় একেবারে কেন্দ্রস্থলে বা কেন্দ্রবিন্দুতে। এই শ্রেণির মানুষ বা বিষয়বস্তু কমই আছে। এক কথায় বলা যায়, জীবিতকালীনই ইতিহাস হন, উল্লেখযোগ্য শিরোপা পান। মানুষ মনে রাখেন এভাবেই, হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। তিনি হয়তো নিজেও জানেন না কিভাবে তাঁর এই বিচ্ছুরণ, কিভাবে তাঁর এই বহিঃপ্রকাশ। 'বাইরে এসো/ আমরা হেরে যাবো না/ আমরা মরে যাবো না/ আমরা ভেসে যাবোনা/ নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ/ আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে/ এসো বাইরে এসো/ আমার হাত ধরো/ পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে'। - এর পরও কি বলে দিতে হয়, কোন কবির এই লাইন, কেমন ধারার কবি উনি। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার গভীরে মুক্তো থাকে। এমনই কোনও কোনও মুক্তোর দ্যুতি, যার গুণপনা আছে, সৌরভ আছে। তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই উদ্ভাসিত শব্দের প্রয়োগ করতেই হচ্ছে বার বার। কারণ সাধারণ কবি কখন অসাধারণ হয়ে ওঠেন। অসাধারণ হয়ে যান বিশেষ পংক্তি বিশেষ কার্যকারণ সূত্রে। তেভাগা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা বাংলা। ১৯৪৯ সালে অগ্রণীতে প্রকাশিত হয় কবিতাটি। এই কবিতাটির পটভূমিকা উঠে এসেছিল জন্মভূমির আবহাওয়া থেকে। ১৯২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার তারাগুনিয়া গ্রামে কবি রাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমির অঞ্চল ছিল মূলত কৃষি প্রধান। বস্তুত সুন্দরবনের কৃষি আর অরণ্য এবং তাকে ঘিরে ভূমি ও কৃষিজাত পন্যের আদান প্রদান এবং তাকে ঘিরেই কৃষক সংগ্রাম ইতিহাস বিখ্যাত। এই পটভূমিকায় এবং কবির জন্মসূত্রে পাওয়া মাটি ও জলের গন্ধ এবং বঞ্চনার যে করুণ কাহিনি থাকতে পারে তা কবিকে বারবার নাড়া দিয়েছে এবং উঠে এসেছে তারই কাহিনি শব্দের ব্যঞ্জনায়। 'জল নিয়ে ফেরা বৌ চমকায় বাঁকের কেন/ এখান থেকে সে শাঁখে ফুঁ দিয়েছে সংগোপনে/ গজেন মালির গলার শব্দে কেঁপেছে তারা/ মার খেয়ে ঘুরে রুখে উঠেছিল বাঁচবে যাঁরা।'

রাম বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমাকে' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি 'যখন যন্ত্রণী' ১৯৫৪। ১৯৪৩ সালে অরণি পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর তাঁর কাব্যজগতে প্রবেশ। অল্প অল্প করে এগিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে। দৃশ্যের দর্পণে (১৯৫৬), অন্তরালে প্রতিমা (১৯৬৬), হে অগ্নি প্রবাহ (১৯৬৭) - এভাবেই কবিতা, উপন্যাস, গদ্যগ্রন্থ মিলিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি। ১৯৮৯ সালে একগুচ্ছ কাব্যনাট্যের জন্যে রবীন্দ্রপুরস্কার পান। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'যাই, যাচ্ছি' (২০০৬)। তাঁর চিত্রকল্প, নিঃসর্গতা, কবিতা গঠনের এক অদ্ভুত শৈলী অন্য কবিদের থেকে আলাদা করা যায়। তাঁর পরাণ মাঝি, গজেন মালি, বিন্দার বৌ, অমিবনী, অধরের মতো চরিত্র কবিতার মধ্যে পড়েও কেমন রক্তমাংসের চেহারা নেয়। কবি বারবার পালটেছেন, শিল্পবোধ, বাস্তবতা, দৃষ্টিভঙ্গি। আবেগ, অনুভূতি, নিজেকে নিজেই স্থিত হতে দেন নি। 'আমি আবার এই পথ দিয়েই যাই/ আজও বাতায় ঝোলা লণ্ঠনের চারপাশে ভূতের মতো অন্ধকার/ হরিতলায় মাঠে গ্রামে লোক ত জোটে নি/ একটা পুরুষেরও স্বর তো ভেসে আসে না।' নতুন ভাবনার জন্ম হল কবিতায়। মাটির কাছাকাছি তাঁর শব্দ, মাটির কাছাকাছি তাঁর শব্দের গন্ধ। এই সবই এসেছে জন্মভূমির আবহাওয়া থেকে। কবি রাম বসু জীবনকে দেখেছেন মাটির সঙ্গে মিশে থাকা যে মানুষ, যে মানুষ শুধুই কান্না - রক্ত - ঘাম ঝরাতে পারে, যাদের দৈনন্দিন জীবন বড় ভারবাহী, যারা মাথা তুলতে পারে না, যাদের ইতিহাসে সুখ শব্দটি নেই, যারা শুধু মুখ বুজে তাকে, তাদের কথাই উঠে এলো কবি রাম বসুর কলমে কবিতার শরীর হয়ে। নতুন আঙ্গিক, নতুন কবিতার শরীর, নতুন ভাবনাচিন্তা, নতুন সুর। যেন সহজ অথচ প্রাণভেদী। জন্মসূত্রে গ্রাম পেলেও কবি পরবর্তী সময়ে শহর জীবনে চলে আসেন। গ্রামের পড়াশোনার পর্ব শেষ করে কলেজের ছাত্র জীবন শুরু হয় বিদ্যাসাগর কলেজে। বাণিজ্যে স্নাতক হন। তার আগে বাদুড়িয়ার লন্ডন মিশনারি সোসাইটি হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান করেন। কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও এব পরবর্তী সময়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উপসচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ। কলেজের ছাত্রজীবনেই কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং আজীবন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৫২ সালে ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের কাজ আবার নতুন ভাবে শুরু হয় এবং কবি রাম বসু সেখানেও তাঁর অবস্থান সুনিশ্চিত করেন। নতুন ভাবনার কবিতা পাঠ শুরু হয় এখান থেকেই। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত কবির ২০০১ সালে 'সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ' গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তা প্রকাশের সঙ্গে বিশেষ আলোচিত হতে থাকে। রাম বসু আই. পি . সি -এর সহ - সভাপতি ছিলেন এবং প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ছিলেন। নানা কাগজে অজস্র লেখা তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। পরিচয় গোষ্ঠীর অন্যতম উপদেশক ছিলেন। একটি সময় কবিতা সীমান্ত পত্রিকার সম্পাদকও হন। তাঁর প্রথম শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ ও ২০০৫ সালে। ইতিমধ্যে অনুবাদও করেন ১৯৭০ সালে প্রিজন ডায়েরি হো চি মিন। রাম বসুর কবিতায় চিত্রকল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কবিতার শরীরের সঙ্গে এই চিত্রকল্প খুব সহজেই মিশিয়ে দিতে পারতেন। 'বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে/ শোনো বাইরে এসো/ ধান বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি/ খোকাকে শুইয়ে দাও/ বিন্দার বৌ শাঁকে ফুঁ দিয়েছে।' আবেগ কবিকে অন্য মাত্রা দেয় যেমন, সংযত ও মূলবোধও থাকতে হয় তাঁর। কবির ইতিহাস চেতনা, মানবিক আবেদন, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান- সব কিছুই কবিকে ঘিরে, কবির কাব্য প্রেরণাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। রাম বসু যেমন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছেন, তেমন মিলিয়ে ফেলেন মানুষের জীবনচরিত। মানুষ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হন নি। কাব্য নাটক রচনাতে ব্রতী হয়েছেন। 'মলিন আয়না' ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। কবি নিজেকেই ভেঙেছেন বার বার। শিল্পের প্রয়োজনে বা যেমন ভেবেছেন কাব্যনাটকও উঠে এসেছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। উত্তরণের ছন্দ খুঁজেছেন, খুঁজেছেন এই পরিমণ্ডল থেকেই তার রসদ। 'তোমরা কেউ শোন নি কোন দিন শোননি/ জলের দিব্য বেহালায় শালীন অরণ্যের ভেতর / আমি বোঝাতে পারব না/ আমার রক্তের মধ্যে কে যেন কতদিন বেহালার ছড় টেনেই চলেছে' - এমন দৃশ্যপটকে সত্যি ভাবার। কি অনুভূতি, এবং কি আবেগ - মূল্যায়ন সম্ভব বোধহয় হয় না এমন ব্যক্তিত্বের। রাম বসু কবি বড়, না মানুষ বড় - সেই মুল্যায়ণ হয় না; কারণ সবার সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এবং কবি হিসেবেও তাঁর স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। কয়েকটি উপন্যাস 'কণিষ্ক' ছদ্মনামেও লিখেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং পারিবারিক জীবনে ঋজুতা ছিল অসম্ভব। কথাবার্তা, আচার - আচরণে কোথায় যেন একটা শ্রদ্ধা লুকিয়ে থাকত। যা তিনি আদায় করে নিতেন। তাঁর আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল। উচ্চস্বরে কথা বলতে, বা ক্রুদ্ধ হতে দেখা যায় নি, তবে তার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, দৃঢ়। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি। অসম সাহসী যোদ্ধার মতো মাথা তুলে ছিলেন, হারিয়েও গেলেন সেইভাবেই। বলা যায় সেই 'বিশ্বাসের লাঠি ভর করে দাঁড়াও'; তিনি ছিলেন সেই ভাবেই।